

খোরাসান থেকে শামের মুজাহিদগণের প্রতি

উপদেশ ও গোমরাহকারীদের বিবরণ

খোরাসান থেকে
শামের মুজাহিদগণের প্রতি

উপদেশ ও গোমরাহকারীদের বিবরণ

(এটা লিখেছেন খোরাসানের ভিতরের এবং বাহিরের একদল মুজাহিদ ভাই, আমরা নিরাপত্তার কারণে তাদের নাম উল্লেখ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করছি)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين

وبعد:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী রাসূলদের মাঝে সর্বশেষ নবী আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

অতঃপর

ইতিহাসের এ পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহ সেই সময়টি অতিক্রম করছে, যখন প্রতিটি মোড়ে মোড়ে বিপদ এবং শত্রু বসে আছে। কোন মুসলমানের নিকটই এখন আর অস্পষ্ট নয় যে, রাষ্ট্রগুলোর অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন হওয়াটা এখন সকলের নিকট সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য বিষয়। আর এই অবস্থানের পরিবর্তন বলতে আমরা রাষ্ট্রগুলোর ইসরাইলের সাথে সৎভাব এবং ক্রুসেডার আমেরিকার সাথে সহমর্মিতার বিষয়টি বুঝাচ্ছি। ইতিপূর্বে এটা উম্মাহর সকলের নিকট সুস্পষ্ট আপত্তিকর বিষয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে কিছু মানুষ ইসরাইলের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা নির্লজ্জের মত প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে।

এ সকল বড় বড় ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা সমস্ত মুসলমানদেরকে সম্মানের দিকে ফিরে আসার আহবান করছি এবং সকল জিহাদি ময়দানে অবস্থানরত মুজাহিদিন ভাইদেরকেও আহবান করছি হক্কের উপর দৃঢ়পদ থাকতে। আমাদের এই আহবান এমন এক সময়ে যখন জিহাদি নেতৃত্বের উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ নিহত হয়ে গেছেন। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট দুয়া করি তিনি যেন তাদেরকে কবুল করে নেন, তাদের মর্যাদাকে বুলন্দ করে দেন, আমাদেরকে তাদের মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তাতে দৃঢ় রাখেন।

আমাদের সন্তান, মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সেনানীরা যেন আমাদেরকে ভুলে না যায়। তারা আমাদের অন্তরের প্রশান্তি। তারা ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেছেন। (পৃথিবী থেকে বড় বড় ব্যক্তিদের চলে যাওয়া) এটি একটি মহা ঘটনা,

আমাদের জন্য বড় বিপদ, কিন্তু আল্লাহর জমিনে এটাই হলো আল্লাহর সুন্নাহ, কেউ এখানে চিরস্থায়ী না। সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি।

শামের ময়দানে পরিবর্তন এবং সমস্যাগুলোর কি সমাধান হয়েছে আমরা তা স্পষ্ট করতে চাই। সেখানে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে এবং এমন বিষয়ের উদ্ভাবন হয়েছে যা ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়নি। আমরা তার কিছু বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি, এমন কিছু কারণে যেগুলো আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা গোপনে পরামর্শ দিতে চেয়েছিলাম এবং সেজন্য আমরা চেষ্টাও করেছি।

আমরা এখানে শামের আন্দোলনের অবস্থার উপর একটি বিবৃতি উল্লেখ করব। সেখানে এক বিশাল বিচ্যুতি ঘটেছে এবং পদস্খলন হয়েছে - যা আমরা আশা করিনি। আর আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক।

আমরা স্পষ্ট করতে চাই যে, আমরা অনেক ধৈর্য ধারণ করেছি। কিন্তু অনেকগুলো কারণে আমরা সে সম্পর্কে কথা বলছি না, সে কারণগুলো এখানে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। আর জেনে রাখুন, বর্তমান ট্রাজেডির মূল কারণ হল ধোঁকা, ওয়াদা ভঙ্গ এবং ঝগড়ায় মিথ্যা বলা। কথিত আছে:

لا خيرفي ود امرىء متملق + حلو اللسان وقلبه يتلهب

ঐ চাটুকার ব্যক্তির ভালোবাসার মাঝে কোন কল্যাণ নেই, যে কথায় মিষ্ট কিন্তু তার অন্তর খালি।

يلقاك يحلف أنه بك واثق + وإذا تواري منك فهو العقرب

সে তোমার সাথে এমন ভাবে সাক্ষাত করবে যে, সে তোমার প্রতি আস্থাশীল। আর যখন তোমার থেকে দূরে চলে যাবে তখন সে একটা বিচ্ছু।

يعطيك من طرف اللسان حلاوة + ويروغ منك كما يروغ الثعلب

সে তার জবান থেকে তোমাকে মিষ্টতা দিবে কিন্তু সে তোমাকে এমন অনুরোধ করবে যেমন শিয়াল অনুরোধ করে।

আমরা আরও স্পষ্ট করতে চাই যে, জাওলানী একজন জালেম এবং বিশাল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হয়ে গেছে, যা বাইয়াত ভঙ্গেরই নামান্তর। মুজাহিদিনদের প্রতি

তার অন্যায়গুলো হল -তাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা, নুসাইরীদের বিরুদ্ধে হামলায় বাধা প্রধান করা, তাদের আওয়াজকে থামিয়ে দেয়া, বন্দি করা এবং তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করা। এসব কিছু পশ্চিমাদের সাথে সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট হওয়া অধঃপতনের সাথে যুক্ত, যা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। এমনিভাবে তার এমন ভূমির সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে যা ন্যাটোভুক্ত এবং শুহাদাদের রক্তে রঞ্জিত। এছাড়া আরও অনেক অনেক জুলুম আছে। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিক এবং বহুরঙ্গি মানুষের খপ্পরে পড়া থেকে সাবধান করেছেন, তিনি বলেন:

إِنْ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ

অর্থ: দু মুখো লোকেরা সবচেয়ে খারাপ যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে আবার ওদের কাছে আরেক চেহারা নিয়ে আসে। (সহীহ বুখারী হা: নং ৭১৮৯)

আমরা শামের ময়দানের মুজাহিদ ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে সাধারণ ভাবে বলব, এই বিকৃত দলের সাথে চললে কখনোই আপনারা আপনাদের সফর পূরা করতে পারবেন না। বিশেষ করে এসকল ক্ষেত্রে আমরা খোরাসানের ঐ সকল ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যারা সবসময় আন্দোলনের সূরতে দলের অধীনে রয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যে, তিনি আমাদের সামনে বাতিলকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং হক্ককেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আমরা আবার বলব যে, আমরা দীর্ঘ অপেক্ষার পর এ বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট দুয়া করছি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং আমাদের কাজে বাড়াবাড়িগুলো ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তায়ালাই সাহায্যকারী।

শামের ময়দানের মুজাহিদগণের প্রতি পরামর্শ এবং উপদেশ

আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমরা সর্বদা আমাদের ভাইদের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা করে যাব। আপনাদের জন্য আল্লাহর তাওফিকে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি পরামর্শ এবং উপদেশ পাঠাচ্ছি।

প্রথমত: আপনাদের আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে, ইবাদতে অগ্রগামী হতে হবে এবং গুনাহ ও পাপাচার পরিত্যাগ করতে হবে। এর দ্বারা আপনারা আপনাদের ঐসকল শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন যারা সীমালঙ্ঘন করেছে এবং জুলুম করেছে। আমাদের নিকট যে সামান্য সরঞ্জাম রয়েছে তাই শত্রুদের জন্য যথেষ্ট। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

দ্বিতীয়ত: উঁচু হিম্মত এবং প্রশান্তি দানকারী ক্বিতালের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যা করে গেছেন ঐসকল হক মুজাহিদগণ যারা দ্বীনের শত্রুদের প্রতাপে প্রকম্পিত হননি। এ ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য উপমা হল শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ (আল্লাহ তায়ালা তাকে কবুল করুন) এবং এই উম্মাহর তারকাগণ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ, যারা এই দ্বীনের জন্য সবকিছু ব্যয় করেছেন এবং বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। সুতরাং শেষ বিন্দু রক্ত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ত্যাগী অন্তর, সর্বস্ব বিলীন এবং দান করতে থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই তাওফিক দানকারী।

তৃতীয়ত: আপনাদের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হল, উলামায়ে রব্বানী তথা হক্বপন্থি আলেমদের সাথে পরামর্শ করা, যারা তাওহীদ এবং জিহাদকে প্রচার করার ক্ষেত্রে কষ্ট সহ্য করেছেন। কেননা উলামাগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী।

আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট দুয়া করি, তিনি যেন আপনাদেরকে এবং আমাদেরকে সাহায্য করেন এবং আপনাদের কদমকে দৃঢ় রাখেন। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই।

(এটা লিখেছেন খোরাসানের ভিতরের এবং বাহিরের একদল মুজাহিদ ভাই, আমরা নিরাপত্তার কারণে তাদের নাম উল্লেখ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করছি।)

৩ রা সফর ১৪৪২ হিজরী

২০ শে এপ্রিল ২০২০ ইসায়ী

****